মূর্ছনা
==========
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==========
suman_ahm@yahoo.com

বেঁটে ভূত, লম্বা ভূত

চন্ডী ভট্টাচার্য

অবন্তীপুরের খালের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে যে তালগাছটা, তার মাথায় ঘন অন্ধকার রাতে কখনও কখনও পিড়িক পিড়িক করে চার চারটে আলোর বিন্দু জ্বলে আর

নেভে, নেভে আর জ্বলে।

কিঙ্কির মায়ের ধারণা ওগুলো জোনাক পোকার আলো। কিন্তু কিঙ্কি জানে, তা মোটেও নয়। ওগুলো আসলে বেঁটে ভূত আর লম্বা ভূতের জ্বলজ্বলে চোখ। অমাবস্যা কি অন্য কোনও দিনের ঘন অন্ধকার রাতে খাল থেকে যখন তিনটে ঢোঁড়া সাপ একসঙ্গে ডাঙায় উঠে আসে আর দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া বয় শন শন, তখনই বেঁটে ভূত অর লম্বা ভূত ঘুম থেকে জেগে উঠে ফালুক ফুলুক করে তাকায়।

তাদের অবশ্য কখনও দেখেনি কিঙ্কি। কারণ, ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে তারা সচরাচর আসে না। তা হলে সে জানল কী করে এসব কথা ? কেন, জানবে না কেন ? মোক্ষদামাসি বলেছে তাকে !

মোক্ষদা মাসি কিঙ্কিদের বাড়ির বেবি-সিটার হলে কী হবে, অনেক কিছু জানে। এই তো সেদিন বাড়ির পিছনের পেয়ারা গাছটার মগডাল থেকে টুনটুনি পাখির যে ডিম দুটো পড়ে গিয়ে ফেটে গেল, তার মধ্যে যে অনেক অনে--ক দূরের এক রাজার রাজ্যে ভয় দেখিয়ে বেড়ানো এক রাক্ষসের প্রাণ লুকোনো ছিল, তা কে বলেছে কিঙ্কিকে ? মোক্ষদা মাসিই তো !

ওই ভূত দুটো আবার মাছ খায় না। বরং এর-ওর পুকুরে আটকে থেকে থেকে হাঁপিয়ে ওঠা মাছগুলোকে ধরে ধরে খালের জলে, নদীর জলে ছেড়ে দিয়ে বলে, ‘ যা, পালা এবার। পালিয়ে প্রাণ খুলে সাঁতার কেটে বাঁচ। তাই কি শুধু ? রাহুলদের টিয়াপাখিটাকে খাঁচা থেকে বার করে আকাশে যে উড়িয়ে দিয়েছিল কে একজন, তা কে সে ? ওই লম্বা ভূতটাই তো ! অবশ্য বেঁটে ভূতটাও ছিল তার সঙ্গে।

তারা মাছ খায় না, মাংসও খায় না শুনে কিঙ্কি একদিন জানতে চেয়েছিল, ‘তা হলে কী খায় ওরা ? না খেয়ে থাকে ?’

‘ও মা, তা কেন ? না খেয়ে থাকবে কেন ? খিদে পেলে নিশ্চয়ই খায়।’ বলেছিল মোক্ষদা মাসি।

‘কী খায় ? ভাত ?’

‘না। অন্য কিছু। এই যেমন ধরো কলাটা, মূলোটা, শাক-পাতা --। কত কিছুই তো খাওয়ার আছে।’

‘কিন্তু বাবা যে বলে ভূতেরা রক্ত খায় !’

‘সে অন্য ভূত। যারা খারাপ, দুষ্টু তারা খায়। এরা দুজন খায় না।

‘রিয়া পিসি একদিন বলছিল খারাপ ভূতেরা দিনের বেলায় বাদুড় সেজে থাকে আর রাতের বেলায় ভূত হয়ে মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত খায়।’

‘বলেছিল বুঝি ? হতে পারে। আমি অত জানি নে বাপু। তবে ওই বেঁটে ভূত আর লম্বা ভূতের ভাতের প্রতি খুব লোভ। যেমন ধরো, রাতের বেলায় কেউ হয়তো রান্নাঘরে উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে ভাত রাঁধছে, তারা দুজন তখন, পেটে খিদে থাকলে, সেখানে গিয়ে হাজির হয়। তারপর কাছাকাছি কোনও গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আরাম করে ভাতের গন্ধ খায়। মরার আগে খুব গরিব ছিল তো, প্রায় দিনই ভাত জুটত না। তাই অমন করে। তোমাদের মতো বড়লোকের বাড়িতে গাদা গাদা ভাত-তরকারি যখন ফেলা যায়, তখন তাদের কী অবস্থা হয় জানো ? বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হয়। খুব।’

মোক্ষদা মাসি মুখে এসব কথা শোনার পর থেকে বেঁটে ভূত আর লম্বা ভূতকে খানিকটা যেন ভালবাসতে শুরু করেছে কিঙ্কি। রূপকথার গল্প, বাঘের গল্প, হাতির গল্পের পাশাপাশি ঘুরে-ফিরে তাই তাদের গল্পই শোনে সে।

কতই না কান্ডকারখানা তাদের !

একবার হয়েছে কী, কিঙ্কির বয়সি এবং মিষ্টি দেখতে একটা ছেলেকে গোটাকতক বাজে লোক কোত্থেকে যেন ধরে এনে আটকে রেখেছিল একটা ঘরে। তা ছেলেটা তো কেঁদেকেটে অস্থির। বার বার কাঁদে আর বলে, ‘বাড়ি যাব। মার কাছে যাব।’ বাজে

লোকগুলো তা শুনলে তো ! ছেলেটা বেশি কান্নাকাটি করলে খালি ধমক দেয়। তাতে আরও ভয় পেয়ে কাঁদে সে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। উঠে আবার কাঁদে। কিচ্ছু খায় না।

দেখেশুনে বেঁটে ভূত আর লম্বা ভূত গেল রেগে। এক রাতে সেই বাজে লোকগুলো খালপাড়ে একটা ঝোপের মধ্যে বসে বসে যখন টাকাপয়সা ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা আলোচনা করছে, লম্বা ভূতটা তখন করল কী, উঠে দাঁড়াল সেই তালগাছটার মাথায়। দেখতে দেখতে ধাঁ ধাঁ করে লম্বা হয়ে গেল আরও খানিকটা। তারপরে তার এক পা তালগাছে, আর এক পা দূরের বড় বটগাছটার মাথায়।

অন্য দিকে বেঁটে ভূত গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে এগিয়ে গেল সেই ঝোপটার দিকে। কাছাকাছি গিয়ে বিকট জোরে হেসে উঠল খি-খি-খি করে। লম্বা ভূতও হেসে উঠল হাঃ - হাঃ - হাঃ।

বাজে লোকগুলো প্রথমে ভাল করে কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। ঝোপের ভিতর থেকে হুড়মুড়িয়ে বাইরে এসে টর্চ জ্বালতেই তারা দেখতে পেল ছোট-খাটো একটা কঙ্কাল। তাদের ঠিক সামনেই কঙ্কালটা তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে।

ব্যস, যেই ওই দৃশ্য দেখেছে, অমনই 'বাবা গো মা গো' বলে পড়িমরি করে ছুটতে গিয়ে পায়ে পা জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে সব কটা অজ্ঞান।

লম্বা ভূত তারপর করল কী, গাছের মাথা থেকে নেমে এসে, চুলের মুঠো ধরে, সব কটা বাজে লোককে তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে এল থানার ঠিক সামনে।

ওদিকে বেঁটে ভূতটাও ঘুমন্ত ছেলেটাকে ঘর থেকে বার করে এনে পৌঁছে দিয়ে গেল একই থানাতে।

আরেকবার সামন্তবাড়ির কাজের মেয়ে ছোট্ট বুলিকে ঘরে আটকে, গেটে তালা দিয়ে, সবাই মিলে বেড়াতে গেছিল দিল্লিতে। দিন পনেরোর জন্যে বড় মেয়ের বাড়িতে যাওয়া

আর কী। 'ততদিন বাড়ি পাহারা দেবে কে ?'

'কেন, বুলি আছে কী করতে ?'

'তা বুলি যদি ঘর থেকে জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে পালায় ?'

'যাতে না পালায়, সে জন্যেই তো ঘরে আটকে রাখা। গেটেও তালা।'

'ওইটুকু মেয়ে এত বড় বাড়িতে একা একা থাকতে পারবে কেন ?'

'না পারার কী আছে ? ও কি আর আমাদের পৌশিলার মতন ? থাকে তো বস্তিতে। অত ভয়-ডরের কী আছে।'

'পনেরোটা দিন ধরে মেয়েটা খাবে কী ? রান্না-টান্না করতে পারে তো ?'

'রান্না-টান্নার কী আছে ? আমাদের ঘরে খাবার-দাবারের কি অভাব ? বয়াম ভরা বিস্কুট আছে, মুড়ি আছে। কী খাবে খাক না। আমরা ফিরে কি আর মারব ওকে ?' সামন্ত কর্তা-গিন্নিকে কেউ প্রশ্ন করলে নির্ঘাৎ এমন ধরনের জবাবই মিলত তাদের কাছ থেকে।

কিন্তু না, সামন্ত কর্তা-গিন্নিকে কেউ কোনও প্রশ্ন করেনি। আর বুলি নামের ছোট্ট মেয়েটাও দিন তিনেক আটকে থাকার পর কান্নাকাটি শুরু না করে পারেনি। সেই কান্না শুনেই বেঁটে ভূত আর লম্বা ভূত মানুষের গলা নকল করে ডেকে এনেছিল আশেপাশের লোকজনদের। তারাই পুলিশ ডেকে এনে গেটের তালা ভেঙে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করেছিল মেয়েটাকে।

ভূতের গল্প শুনলে আগে কিঙ্কি খুব ভয় পেত। মোক্ষদা মাসির কোলের মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে তারপর পুরো গল্পটা শুনত।

এখন সে আর ভয় পায় না। বাবা-মা অফিস থেকে ফিরে আসার পর মোক্ষদামাসি

তার বাড়িতে ফিরে গেলেও না। কেন ভয় পাবে ? বেঁটে ভূত আর লম্বা ভূতের দাপটে যে খারাপ ভূতগুলোও এই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।

◆ সমাপ্ত ◆

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com